

# খাঁচার পাখি এবং বন্য পাখির পার্থক্যঃ

By Nafis Sadik Dipto on Friday, October 30, 2015 at 4:02pm

আজকাল বন্য পাখি আর খাঁচার পাখি নিয়ে অনেক সংঘাত বাধে। অনেকে অনেক সময় খাঁচার পরিবেশে এ মিশে যাওয়া বন্য পাখি দের তথাকথিত নীতির অনুসরণে ছেড়ে দেন। এবং ছেড়ে দেয়া পর যা হবার তাই ই হয়। হয়তোবা পাখিটি খাবার না খেয়ে মারা যায়, অথবা প্রকৃত পশু পাখি, যেমন, কাক, বিরাল, বা ঈগল দের হাতে প্রাণ দেয়। আসলে এমনটা আমাদের অজ্ঞতার কারনেই হয়। আগে বন্য আর খাঁচার পাখি এর মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে হবে।

খাঁচার পাখি : যেসব পাখি যুগের পর যুগ থেকে মানুষের পোষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যেসব পাখির জীবন খাচায় বন্দি, যেসব পাখি খাওয়ার জন্য পুরোপুরিভাবে মানুষের উপর নির্ভরশীল, যেসব পাখির জন্ম, মৃত্যু, প্রজনন সবই খাঁচার মধ্যে... এসব পাখিকে যদি দয়া দেখানোর জন্য বন্য পরিবেশে ছেড়ে দেয়া হয় তবে তারা অবশ্যই মারা যাবে। কারন তারা জানেনা যে বন্য জীবন কেমন? কীভাবে সেখানে টিকে থাকতে হয়? কীভাবে প্রেডিটর দের হাত থেকে বেঁচে থাকতে হয়? তাদের কাছে খাঁচার জীবন ই শ্রেষ্ঠ।

বন্য পাখি : যেসব পাখি জন্ম নিয়েছে বন্য পরিবেশে, বন্য জীবনের নিয়মে বড় হয়েছে, সারাদিন মুক্ত আকাশে উড়েছে, নিজেই নিজের জন্য খাবার সংগ্রহ করেছে তারাই হচ্ছে বন্য পাখি। তারা জানে কীভাবে বন্য পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে হয়। যদি এসব পাখিকে ধরে খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয় তবে তারা খাঁচার পরিবেশের সাথে মানিয়ে দিতে পারবে না। তারা বন্ধ খাঁচায় টিকে থাকতে পারবে না।

বন্য তবে খাঁচার পাখি : যেসব পাখি জন্ম নিয়েছে বন্য পরিবেশে, কিন্তু জন্মের পর বন্য বাসা থেকে বের হবার আগেই মানুষদের হাতে বন্দি হয়ে খাঁচার জীবনে জীবনযাপন করে তবে তারাও খাঁচার পাখি, কারন খাঁচার পাখিদের মতো তারাও জানেনা যে বন্য জীবন কি? বন্য পরিবেশ কেমন? কেমন সেখানের জীবনযাত্রা? সুখময় না দুঃখের? তাই এদেরও বন্য বলার কারন নেই। একাংশে এরাও খাঁচার পাখি। আমাদের দেশে মূলত বন্য তবে খাঁচার পাখি নিয়ে আর খাঁচার পাখি নিয়ে গোলমাল বাধে। অনেকে কুসংস্কার ছড়ায় যে পাখিদের নাকি খাঁচায় রাখা পাপ। তারা নাকি অভিশাপ দেয়। ধরেন আমি একটি নবজাতক শিশুকে ছোটবেলা থেকে শিম্পাঞ্জিদের সাথে রাখলাম। ধীরে ধীরে শিশুটি বড় হবে এবং শিশুটির আচার আচরনও হবে শিম্পাঞ্জিদের মতেন। সে সবসময় চাইবে শিম্পাঞ্জিদের সাথে থাকতে। কিন্তু যদি কোনো শিক্ষিত মুর্থ মানুষ ঐ মানুষটাকে ধরে নিয়ে আসে এবং মানুষের মতন জীবনযাপন করতে বলে তবে কী সেই মানুষটি (শিম্পাঞ্জি) খুশি হবে? না, বরং আরো কষ্ট পাবে, কারন সে এই জীবনের সাথে অভ্যস্ত নয়। খাঁচার পাখিদের ক্ষেত্রেও ভিন্ন নয়। তারাও খাঁচার পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত। তারা খাঁচার পরিবেশ নিয়েই খুশি। যদি সুযোগ পায় তবে তারা খাঁচা থেকে পালাবে, কিন্তু বাঁচবে না। যদি একটি মানুষের সামনে বিষ মিশানো, কিন্তু অতীব সুস্বাদু খাবার রাখা হয় তবে মানুষটি খাবারটা খেতেই চাইবে। আর যদি অজ্ঞতাবশত খেয়েও ফেলে তবে সে মারা যাবে। তাই কোনো পাখিকে বন্য পরিবেশে মুক্ত করার আগে একবার হলেও ভাবা উচিত যে আদৌ পাখিটি বন্য জীবনের সাথে মানাতে পারবে কিনা? পাখিটি কী বন্য জীবনের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে কিনা? সেটা ভেবে কাজ করুন।

আশা করি এখন অনেকের ভুল ধারণাই পাল্টাবে।

পষ্ট টি পড়ার জন্য ধন্যবাদ।

Idea and Written by Muntasir Ahmed Abhas

Edited By Nafis Sadik Dipto.